দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৩ ...

তানোরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে অনিয়ম

রাজশাহী অফিস

রাজশাহীর তানোর উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয় নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। উপকরণ ক্রয়ের টাকা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতাদের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয়েছে। এ নিয়ে বেকায়দার পড়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

অভিযোগে জানা গেছে, চলতি বছর তানোর উপজেলার ১২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে উপকরণ ক্রয়ের জন্য ৫ হাজার করে ৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। প্রত্যেক স্কুলকে ভ্যাট বাদে ৪ হাজার ৭৫০ টাকার বই এবং বাচ্চাদের খেলনাসহ ১২ ধরনের শিক্ষা উপকরণ কিনতে বলা হয়েছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, শিক্ষা উপকরণ কেনার টাকা তারা পাননি। আর যারা শিক্ষক সমিতির নেতাদের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে টাকা পেয়েছেন তারা উপকরণ কিনতে পারছেন না।

সূত্র মতে, নীতিমালায় স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে উপকরণ কিনতে বলা হয়েছে। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটিকে এড়িয়ে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে শিক্ষকদের নিম্নমানের উপকরণ কিনতে বাধ্য করে টাকা আত্মসাতের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

সরনজাই-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বেলাল উদ্দীন জানান, শিক্ষক নেতারা উপকরণ কিনবেন বলে প্রধান শিক্ষক আমার কাছ থেকে রেজুলেশনে সই নিয়েছেন। কিন্তু কোন উপকরণ এখনও স্কুলে পৌঁছেনি। কমিটির মাধ্যমে উপকরণ কিনলে কোন দুর্নীতি হতো না বলে জানান তিনি।

তবে পুরাতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছহিদুদ্দীন এবং নতুন সরকারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম দাবি করেন, উপজেলার ১২৭টি স্কুলের উপকরণ সব স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা এক সঙ্গে কিনবেন। একটি কোম্পানির মাধ্যমে উপকরণ কিনলে কিছু ছাড় পাওয়া যাবে। উপকরণের টাকা আত্মসাতের কোনো সুযোগ নেই।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বদিউজ্জামান বলেন, 'প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ব্যাংক একাউন্টে বরাদ্দের টাকা জমা হয়েছে। তারা নিজ দায়িত্বে ক্রয় কমিটির মাধ্যমে উপকরণ কিনবেন। এতে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা এমনকি অনিয়মের সুযোগ নেই।